কোর্টের নিষেধ সত্ত্বেও বিক্রি হচ্ছে বাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজ্যে বাজি বিক্রি এবং পোড়ানোর উপরে সার্বিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। তৎপর হতে বলেছে পুলিশ-প্রশাসনকেও। তার পরেও শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকাশ্যে এবং চোরাগোপ্তা, বাজি বিক্রি চলেছে। মালদহে তো বাজির বাজারও বসেছে। ওই বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি, বাজার বন্ধের নির্দেশ আসেনি। আদালতের নির্দেশের পরেও প্রশাসন কেন সার্বিক ভাবে তৎপর হচ্ছে না, সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবেশকর্মীরা। তাঁদের দাবি, শুধু বিক্রি বন্ধ নয়। কালীপুজো এবং দীপাবলির রাতে বাজি পোড়ানো রুখতেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন জেলায় বাজির বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন নাগরিক আন্দোলনের কর্মীরাও।

তবে এরই মধ্যে একটি বাজি ব্যবসায়ী সংগঠন দাবি করেছে, তারা কলকাতা হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। যদিও শহরের বিশিষ্ট বাজি ব্যবসায়ীরা বলছেন, গত বছরও কলকাতা হাই কোর্টের নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। শীর্ষ আদালত কিন্তু কলকাতা হাই কোর্টের রায়কেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। কারণ, নাগরিকদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই রায় দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। গ্রিন বাজি বাজারে অমিল। তার বদলে বাজি ব্যবসায়ীদের একাংশ ভুয়ো পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সার্বিক ভাবে তৎপরতা চোখে না-পড়লেও কলকাতা-সহ কিছু এলাকায় পুলিশি ধরপাকড় চোখে পড়েছে। বাজি আটক করার পাশাপাশি বহু লোককে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কালীপুজো নিয়ে শনিবার বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্র। লালবাজার জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ পালনে সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছে তারা। কালীপুজোর রাতে শহরে অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন করা হবে বলে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) শুভঙ্কর সিংহ সরকার জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর হাই কোর্টের নিষেধ সত্ত্বেও কালীপুজো এবং দীপাবলিতে কিছু জায়গায় বাজি পোড়ানো হয়েছিল। এ বার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে বহুতল আবাসনগুলিতে বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছে লালবাজার।

কলকাতা এবং লাগোয়া এলাকায় মূলত বাজি আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে। আদালতের নির্দেশের পরে চম্পাহাটি, নুঙ্গির মতো এলাকায় প্রকাশ্যে বাজি বিক্রি না-হলেও চোরাগোপ্তা কেনাবেচার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের দাবি, বাজি বিক্রি বন্ধে লাগাতার অভিযোগ চলছে। উত্তর ২৪ পরগনাতেও পুলিশ বাজি বিক্রি বন্ধের কথা ঘোষণা করেছে এবং মানুষকে সতর্কও করেছে। শুক্রবার রাতে হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় থেকে ৬ কেজি এবং সিঙ্গুরের বাসুবাটি থেকে প্রায় ১২ কেজি বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তবে হুগলিতে বাজির বিরুদ্ধে নাগরিক আন্দোলনও সমান তালে চলছে।

হাওড়ার পাঁচলার জয়নগর বাজার থেকে শনিবার কিছু পরিমাণ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। নদিয়ায় গত কয়েক দিন আতশবাজি বিক্রি হতে দেখা গিয়েছিল। আদালতের রায়ের পরে এ দিন কোনও বাজির দোকান চোখে পড়েনি। কল্যাণী রথতলা থেকে প্রচুর বাজি-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বীরভূমের কিছু জায়গায় অবশ্য প্রকাশ্যেই বাজি বিক্রি হতে দেখা গিয়েছে। বোলপুরের চৌরাস্তা এবং শহরের দোকানগুলিতে বাজির পসরা সাজানো হয়েছে।

শুক্রবার রাতে বাঁকুড়ার খাতড়ায় প্রচুর নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাত্রসায়রে শব্দবাজি তৈরির অভিযোগে দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানে বর্ধমান শহর-সহ নানা জায়গায় ‘সবুজ বাজি’ বলে কিছু বাজি বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে কয়েক জন বিক্রেতাকে। লুকিয়ে বাজি বিক্রি করার অভিযোগে এ দিন কাটোয়া শহরের চার যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পান তাঁরা।

আদালতের নির্দেশের পর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির একাংশে কিছু পুলিশি অভিযান শুরু হলেও অনেক ক্ষেত্রে তৎপরতার অভাব বলে অভিযোগ। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাজি আটক করা হয়। কোচবিহারে ভবানীগঞ্জ বাজার থেকেও বাজি উদ্ধার হয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, দুই দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে পুলিশি তৎপরতা দেখা যায়নি। মালদহে বাজির বাজারগুলি খোলা থাকতে দেখা গিয়েছে।

■ **স্বজনহারা:** উত্তরাখণ্ডে গাড়ি-দুর্ঘটনায় মৃত পশ্চিম বর্ধমানের পাঁচ বাসিন্দার দেহ রাজ্যে ফিরল শনিবার। দমদম বিমানবন্দর থেকে দেহগুলি রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় পৌঁছে দেওয়া হয় আসানসোল, দুর্গাপুর ও রানিগঞ্জে মৃতদের বাড়িতে। বিমানবন্দরে ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মলয় বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার কথা শোনার পরেই রাজ্যের তরফে যা-যা করা প্রয়োজন, সব করেছেন। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে বাড়ি পর্যন্ত দেহ পৌঁছে দেওয়ার পুরো দায়িত্বই রাজ্য সরকার পালন করেছে।” ওই পর্যটকদের উত্তরাখণ্ডে নিয়ে যাওয়া ভ্রমণ সংস্থা জানিয়েছে, সেখানে চালকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরের পুলিশ সুপার অমিত শ্রীবাস্তব বলেন, “আমরা তদন্ত করছি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হচ্ছে।” *ছবি: সুমন বল্লভ*

ট্রেন স্বাভাবিক আজ থেকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

আমজনতার জন্য আজ, রবিবার থেকে সারা রাজ্যে লোকাল ট্রেন পরিষেবা সরকারি ভাবে চালু হচ্ছে। রেলকর্তাদের মতে, ছুটির দিন হওয়ায় রবিবার যাত্রীর চাপ তেমন থাকবে না। ট্রেনও কম চলবে। আগামিকাল, সোমবার থেকে ফের পুরোদমে স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল শুরু হবে। রেল জানিয়েছে, পূর্ব রেলের হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ডিভিশনে লোকাল ট্রেন পরিষেবা শুরু হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শুধু খড়গপুর ডিভিশনে লোকাল ট্রেন পরিষেবা শুরু হবে। অতিমারি পরিস্থিতির আগে দৈনিক যত ট্রেন চলত, তত সংখ্যক ট্রেনই চলবে পূর্ব রেলে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে প্রাথমিক ভাবে অনেক কম ট্রেন চালানো হবে।

রেল জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দৈনিক ১৯১টি ট্রেনের মধ্যে ৪৮টি তলবে। এর মধ্যে ২৩টি আপ এবং ২৫টি ডাউন ট্রেন। ধাপে ধাপে ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে। রেলের এই সিদ্ধান্তে নিত্যযাত্রীদের অনেকে ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন। পূর্ব রেল সূত্রের খবর, শিয়ালদহ শাখায় আগামিকাল, সোমবার থেকে রানাঘাট এবং বনগাঁর মধ্যে অতিরিক্ত এক জোড়া ট্রেন চালানো হবে। আসানসোল ডিভিশনে দৈনিক ২৪টি লোকাল ট্রেন চলবে। শহরতলির লোকাল ট্রেন চালুর আগের দিন শিয়ালদহ এবং হাওড়া শাখায় রেল সাফাই অভিযান চালিয়েছে। ট্রেনের কামরাগুলি জীবাণুমুক্ত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের ঢোকা-বেরোনোর পথ সাফ করা হয়েছে। ভিড় এড়াতে টিকিট কাউন্টারের সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তীর বক্তব্য, “বর্ধিত সংখ্যায় ট্রেন চালাতে রেলের তরফে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে।”

আলাপনের পাশে, বার্তা

পাশে থাকার বার্তা দিলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুলের সহপাঠীরা। আলাপন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র। খুব স্বল্প ব্যবধানে হারিয়েছেন ভাই, মা ও ভাগ্নেকে। চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরেও সমস্যা পিছু ছাড়েনি বর্তমানে রাজ্য সরকারের মুখ্য পরামর্শদাতা আলাপনের। মুখ্যসচিব থাকাকালীনই কেন্দ্রের রোষানলে পড়েন আলাপন। অবসর নেওয়ার পরেও সেই সংঘাত আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সম্প্রতি প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন আলাপন। এই পরিস্থিতিতে বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোর ডাক দিলেন তাঁরই সহপাঠীরা। এক বার্তায় আলাপনের জীবন এবং স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কথা জানান তাঁরা। অন্য ব্যাচের প্রাক্তনীরাও আলাপনের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা

কয়লা খনি প্রকল্প

ডেউচায় কমিটির নেতৃত্বে পরমব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা

সিউড়ি: বীরভূমের মহম্মদবাজারে প্রস্তাবিত ডেউচা-পাঁচামি কয়লা খনি গড়ার প্রাথমিক কাজ শুরুর আগে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষের আস্থা অর্জন। সেই লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ করেছে খনি গড়ার দায়িত্বে থাকা নোডাল এজেন্সি রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম বা পিডিসিএল। সম্প্রতি তারা ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। কমিটির মাথায় রয়েছেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

পিডিসিএল সূত্রের খবর, কমিটিতে পরমব্রত ছাড়াও রয়েছেন তন্ময় ঘোষ, প্রিয়া চক্রবর্তী, সামিরুল ইসলামের মতো ব্যক্তিত্ব এবং শ্যামল মুর্মু, শ্যামচাঁদ হেমব্রমের মতো আদিবাসী বিদ্বজ্জনেরা। খনি গড়ার কাজে হাত দেওয়ার আগে বেশ কিছু প্রাথমিক কাজ রয়েছে। সেই কাজ যাতে বাধা প্রাপ্ত না হয় এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে সহজ সরল সমীকরণ তৈরি হয়, তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পিডিসিএলের এক আধিকারিক জানান, মূলত প্রশাসন ও খনিগড়ার দায়িত্বে থাকা সংস্থার সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সমন্বয় সাধনের কাজ সারবে এই কমিটি, যাতে কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি না-থাকে।

পরমব্রত বলেন, “এই কমিটি চূড়ান্ত নয়। সরকারি ভাবে জানানো হলে, তবেই দায়িত্ব পালনের কথা ভাবব। তবে, বিষয়টি কতখানি স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পর্কে আমি অবহিত। তাই আমার উপরে যদি দায়িত্ব দেওয়া হলে বাকিদের সঙ্গে আমিও চেষ্টা করব।”

প্রসঙ্গত, মহম্মদবাজারের ব্লকের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১টি মৌজায় মাটির নীচে সঞ্চিত ২১০ কোটি টন কয়লা একক ভাবে তোলার অধিকার পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। শিল্পকে স্বাগত জানালেও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও জীবন-জীবিকা নিয়ে সংশয়ে ভুগছেন এলাকার আদিবাসীরা। জেলার আদিবাসী নেতা সুনীল সরেনের প্রশ্ন, “যাঁদের সঙ্গে আদৌও এই এলাকার মানুষের যোগ নেই, তাঁরা এখানকার মানুষের স্পন্দন কী ভাবে বুঝবেন?” বীরভূম আদিবাসী গাঁওতা নেতা রবীন সরেন বলছেন, “কোন কমিটি বা কারা আছেন বিবেচ্য নয়। আমাদের দাবিদাওয়া পূরণ না হলে প্রতিবাদে নামব।”

যদিও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার জানিয়েছেন, এখানকার মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে কোনও কিছু হবে না। পরমব্রত নিজেও বলছেন, “রাজ্যের এবং ওই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রকল্পটি কতখানি জরুরি, সকলেই জানেন। চেষ্টা করব, সেটা যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। তবে তা করতে গিয়ে এলাকার মানুষ, বিশেষত আদিবাসীরা যেন কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেটা দেখাও জরুরি।” তাঁর মতে, রাজ্য সরকার একটি অত্যন্ত দূরদর্শী ও মানবিক ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ ঠিক করেছে। খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন ঠিক ভাবে রূপায়িত হয়।

এক নজরে

অভিযুক্তরা অধরা

তোলা না-দেওয়ায় হুগলির দাদপুরে নির্মীয়মাণ দু’টি প্রকল্পের কর্মীদের মারধর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শনিবার রাত পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তরা পলাতক। খোঁজ চলছে। এই ঘটনায় জেলা পরিষদের এক তৃণমূল সদস্যের নামও জড়িয়েছে। অস্বস্তি বেড়েছে জেলা তৃণমূলের। জেলা (গ্রামীণ) পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, “আমি নিজে বিষয়টি দেখছি।” শুক্রবারের ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাজীব বসু রায়ের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ সামনে এসেছে। বিজেপির স্থানীয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের তোপ, “পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের তোলাবাজদের হাতে শিল্পপতিরাও নিরাপদ নন।” তৃণমূলের হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি স্নেহাশিস চক্রবর্তী পাল্টা বলেন, “বিজেপিশাসিত গুজরাতে এবং উত্তরপ্রদেশে সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ কাজে সবচেয়ে বেশি বাধা পান। আমাদের রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও তা সমর্থন করি না।”

মমতার নামে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ স্কুলের মাঠ উৎসর্গ করার প্রস্তাব দেওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতার মাধব পাবলিক হাইস্কুলের মাঠে দলীয় এক সভায় তিনি বলেন, “এই মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সভা করেছেন। এলাকার বিধায়কের মাধ্যমে ভাতার হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির কাছে এই মাঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করার প্রস্তাব রাখছি।” যদিও এলাকার মানুষ তা মানবেন না বলে দাবি ভাতারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএমের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য সুভাষ মণ্ডল ও বিজেপির ভাতার বিধানসভার আহ্বায়ক স্বরূপ গোস্বামীর।

রাজ্যে নামছে পারদ, মিলছে হিমের পরশও

নিজস্ব সংবাদদাতা

অক্টোবরের গোড়ায় বর্ষার দাপটে নাকাল হয়েছিল বঙ্গভূমি। মাসের শেষে উত্তুরে হাওয়া ঢুকে হেমন্তের শিরশিরানি ধরিয়েছে রাজ্যে। উত্তরবঙ্গে পারদ তরতরিয়ে নেমেছে, পিছিয়ে নেই দক্ষিণবঙ্গও! হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী দিন পাঁচেক রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। জেলাগুলিতে ভোর বেলা হিমের পরশও মিলতে পারে। তবে আবহবিদেরা বলছেন, পারদ পতন মানেই শীত হাজির হওয়া নয়। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে শীত হাজির হতে এখনও দেরি আছে।

আবহবিদদের অনেকে জানাচ্ছেন, উত্তর ভারতের পাহাড়ে তুষারপাত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত না-থাকায় সেই বরফ পেরিয়ে ঠান্ডা, উত্তুরে হাওয়া বাধাহীন ভাবে পূর্ব ভারতে আসছে। তার ফলেই তাপমাত্রা নামছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আসানসোল, বাঁকুড়া, পানাগড়, বর্ধমানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রয়েছে। উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্সে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কম। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে রাতের তাপমাত্রা ১৭-১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে।

এই পরিস্থিতিতে অনেকের প্রশ্ন, এ বার কি কালীপুজো, দীপাবলিতে হিমের পরশ মিলবে? অনেকেই জানাচ্ছেন, দু-আড়াই দশক আগেও কালীপুজোর রাতে কলকাতা লাগোয়া শহরতলিতেও হিম পড়ত। ভোরে ঘাসের ডগায় জমত শিশির বিন্দু। দূষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রকৃতির মেজাজ বদলে যাওয়ায় ইদানীং তা আর দেখা যায় না। এ বার কালীপুজোর আগে পারদ পতনে তাই অনেকেই পুরনো দিন ফিরে পাওয়ার আশা করছেন।

বিভিন্ন বেসরকারি ওয়েবসাইট অনুযায়ী, কালীপুজোয় কলকাতার রাতের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নীচে থাকতে পারে। তবে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশকুমার দাস বলেন, “সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় সামান্য হেরফের হলেও কালীপুজোয় রাতের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামবে না।” আবহবিদেরা মনে করছেন, কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির উপরে থাকলেও জেলাগুলিতে পারদ তার নীচেই থাকতে পারে।

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
জাহাজ মন্ত্রক, ভারত সরকার
পি-৭৮, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩
ইস্যুকারী অফিসারের ই-মেল ঠিকানা: dirkol.iwai@nic.in

টেন্ডার নং : আইডব্লুএআই/কল/এমএম/এনসি/২৭/২০২০-২১/এডি ফল্গু/০১

আইডব্লুএআই কর্তৃক “ফরাক্কা / কলকাতা / হাওড়ায় এ.ডি. ফল্গু-এর বার্ষিক মেরামত”-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হইল: অনুমিত ব্যয়: {টাঃ ৬,৪৫,০০০ + স্পেয়ার্সের মূল্য (প্রকৃত + ১০%)} (জিএসটি বাদে), ই-টেন্ডার ডাউনলোডিং-এর তারিখ: ০১.১১.২০২১ হইতে ১০.১১.২০২১। ই-টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ: ১০.১১.২০২১ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত। খোলার তারিখ: ১১.১১.২০২১ বেলা ৩.৩০টায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আইডব্লুএআই ওয়েবসাইট: www.iwai.nic.in এবং সিপিপি পোর্টাল ওয়েবসাইট: https://eprocure.gov.in/eprocure/app

(ডিরেক্টর)

AASTHA NURSING INSTITUTE,
DEBIPUR, JIAGANJ, MURSHIDABAD
Email : nursingastha@gmail.com Website : aasthanursing.org
GNM
B Sc. Nursing
For GNM 10+2 with 50% marks in any stream and wbjeeb rank card. For B Sc. Nursing +2 science (PCB) and Jenpas rank card mandatory. Age must be above 17 years
Facilities of Our Institute
Experienced Teaching Faculty
Digital Library
Modern Class Room
Modern Lab
Educational Loan Facility
Student Cedit Card
Own 100 Bedded Hospital.
ASTHA HEALTHCARE
For Enquiry Call :
8617741034, 9593006364

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা নর্থ
৫ম তল, ৩৩ এন. এস. রোড, কলকাতা – ৭০০ ০০১
এম. নং – ৯১-৮৩৩৬৯৯০২৫৯
ই মেল: recoverykolknro@centralbank.co.in

ই-অকশন: ২৫.১১.২০২১
বেলা ১১.৩০টা হইতে ১.০০টা
তৎসহ ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ

“পরিশিষ্ট-IV-এ”
[রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি দ্রষ্টব্য];
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সেল নোটিস

বায়না জমা দাখিল
শেষ তারিখ: ২৪.১১.২০২১
বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) ও গ্যারেন্টর(গণ)-কে নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (জ্ঞাত দায়: নাই) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক উহার কনস্ট্রাক্টিভ (বাস্তবিক দখল লওয়ার প্রক্রিয়া চলিতেছে)/ বাস্তবিক* দখল লওয়া হইয়াছে এবং উহা “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে” এবং “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে” ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে।

ক্রঃ নং	অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা ও গ্যারেন্টরের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট/শপ/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি)	১৩(২) নোটিসের তারিখ বকেয়ার পরিমাণ ১৩(৪) নোটিসের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি পরিমাণ ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১।	মেঃ এন্টালি আস্থা রেড ক্রস ব্রাঞ্চ	নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমির আয়তন প্রায় ৩ কাঠা ৫ ছটাক তৎসহ একটি পাঁচতলা বিল্ডিং (একতলায় ২টি শপ রুম বাদে), নিম্নোক্তে অবস্থিত: পরগনা-খাসপুর, মৌজা- পূর্ব বড়িশা, কালেক্টরেট তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১১-১৬, আর.এস. নং ৪৩, জে.এল. নং ২৩, আর.এস. খতিয়ান নং ২২১৮, আর এস দাগ নং ৩৬৪৫, থানা- বেহালা, এক্ষণে ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পড়িয়া রহিয়াছে ও অবস্থিত: মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৪৭৬এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, ওয়ার্ড নং ১২৪ অধীন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বেহালা সাউথ, সাব-আর্বান ইউনিট, থানা-বেহালা, এক্ষণে ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী কমলেন্দু মজুমদার ও শ্রীমতী কমলিকা মজুমদার-এর নামে, দ্রষ্টব্য ১৯৯৭ বর্ষের দলিল নং ১৩২০ তারিখ ১৩.০৩.১৯৯৭, চৌহদ্দি: উত্তরে: দাগ নং ৩৬৪৪, দক্ষিণে: মহাত্মা গাঁধী রোড, পূর্বে: আর ডি খান্ডেলওয়াল ও আশা গুপ্তা-এর জমি, পশ্চিমে: সন্তোষ দাস-এর জমি।	১০.০৫.২০১৮ টাঃ ৪৬১.১৩ লক্ষ ২২.০৯.২০২১ (বাস্তবিক দখল)	আরপি: টাঃ ৯.৫২ কোটি ইএমডি: টাঃ ৯৫.২০ লক্ষ বিআইএ: টাঃ ০.৫০ লক্ষ

পরিদর্শনের তারিখ: ২২.১১.২০২১ সকাল ১০.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে – বাস্তবিক রূপে দখল করা সম্পত্তির জন্য।
বায়না জমা দাখিলের বিবরণ: এ/সি নং ৩০২২৫৫১১৭১৪; এ/সি নাম: নর্থ রিজিওনাল অফিস-ইএমপিএস এ/সি আইএফএসসি: CBIN0280107।
শর্তাবলি:
১। ই-অকশন “যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে, যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে এবং যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে” অনুষ্ঠিত হইবে।
২। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য মতে সম্পত্তিতে কোনও দায় নাই। অবশ্য, আগ্রহী ডাকদাতারা সম্পত্তির দায়, স্বত্ব সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব খোঁজখবর লইতে পারেন এবং নিজেরা উহা পরিদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া লইতে পারেন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.centralbankofindia.co.in/English/e_auction.aspx এবং www.bankeauctions.com (মোবাইল: ৯৯১০৮৮৭৯৩১)-তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক দেখুন। যেসব আগ্রহী ডাকদাতা বায়না জমা দিয়াছেন এবং যাহাদের লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সৃষ্টি, ডেটা আপলোডিং, ডাক দাখিল, ই-ডাক প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা প্রয়োজন, তাহারা এইখানে যোগাযোগ করিবেন: সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ই-মেল আইডি: support@bankeauctions.co.in, হেল্পলাইন নং ০১২৪৪৩০২০২১/২২/২৩/২৪।
এই নোটিস সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারেন্টর (এল/আরএস)-এর প্রতি ১৫ দিনের সংবিধিবদ্ধ সেল নোটিস হিসেবেও গণ্য করিতে হইবে।
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১.১০.২০২১
অনুমোদিত অফিসার
(মোঃ) ৮৩৩৬৯৯০২৫৯

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
৩৯/১, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ (২য় তল), কলকাতা-৭০০০২৬

বিজ্ঞপ্তি

মেট্রো রেলওয়েজ (কনস্ট্রাকশন অফ ওয়ার্কস) অ্যাক্ট, ১৯৭৮
(৩৩ নম্বর আইন, ১৯৭৮)-এর অধীনে ১৩(২এ) ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো হচ্ছে যে কলকাতা মেট্রোপলিটান নগর-এ জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো করিডোরের মোমিনপুর (ব্যতীত) থেকে এসপ্ল্যানেড শাখা নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ১১.১০.২০২১ তারিখে ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের দ্য গেজেট অফ ইন্ডিয়া (এক্সট্রা-অর্ডিনারি)-র পার্ট-II, সেকশন-৩ (ii)-এর ৩৮৫৯ নং-এ প্রকাশিত ঘোষণা অনুসারে ১৯৮৭ সালে সংশোধিত মেট্রো রেলওয়ে (নির্মাণ কার্য) আইন, ১৯৭৮-এর ১০(১) নং ধারা অনুসারে নিচে উল্লেখিত জমি, বাড়ি, পথ, রাজপথ, পথ পরিসর বা নালা বা ওই স্থান ব্যবহারের অধিকার বা সুবিধা এতদ্দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

নিম্নের তালিকায় উল্লিখিত উপরোক্ত জমি, বাড়ি, পথ, রাজপথ, পথ পরিসর বা নালা বা ওই স্থান ব্যবহারের অধিকার বা সুবিধাতে যে সকল ব্যক্তির আগ্রহ বর্তমান আছে তাঁদের এই বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, ৩৯/১, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, (২য় তল), কলকাতা-৭০০০২৬-এর নিকটে ওই জমি, বাড়ি, পথ, রাজপথ, পথ পরিসর বা ওই স্থান ব্যবহারের অধিকার বা সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিবরণ জানাতে হবে এবং ওই অধিগ্রহণের জন্য যে অর্থরাশি তাঁরা স্বত্ব বাবদ দাবী করছেন সেই “স্বত্ব রাশির আবেদন” ফুলস্কেপ কাগজে অধিকার, আগ্রহ এবং দাবীর স্বপক্ষে যেখানে যেটি উপযুক্ত সেরূপ সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের তিন দফা জেরক্স কপি সমেত টাইপ করা আবেদনপত্র সোমবার থেকে শুক্রবার (ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১.৩০ মিনিট এবং দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

জমির তালিকা

মোমিনপুর (ব্যতীত) থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত মেট্রো করিডোর সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেলওয়ে নির্মাণ সম্পর্কিত কাজে অধিগ্রহণযোগ্য অতিরিক্ত বেসরকারি জমির তালিকা

ক্র. সং.	ড্রইং নং	স্থানীয় সরকারের অধিকারক্ষেত্র	ওয়ার্ড নং এবং থানা	পরিসরের নাম	পরিসর নং	অধিগ্রহণযোগ্য এলাকা বর্গ মিটারে	জমির সীমানা	অ্যাসেসি নং	পরিসরের প্রকৃতি	অধিগ্রহণের প্রকৃতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১.	আরভিএনএল/কোল/ মেট্রো/এমএমএন-ইএসপি/এলএ/সার্ভে ম্যাপ	কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন	ওয়ার্ড:৭৪ থানা: ওয়াটগঞ্জ	সেন্ট থমাস বয়েজ স্কুল	৪, ডি.এচ. রোড (অংশ)	১৬০.৩০৪	উত্তর: ৫, ডি.এইচ. রোড দক্ষিণ: ৪/২, ডি.এইচ. রোড পূর্ব: ৪, ডি.এইচ. রোডের অবশিষ্ট অংশ পশ্চিম: ডি.এইচ. রোড (মেন রোড)	১১-০৭২-১১-০০০২-২	প্রাইভেট (স্কুল)	স্থায়ী
২.	আরভিএনএল/কোল/ মেট্রো/এমএমএন-ইএসপি/এলএ/সার্ভে ম্যাপ	কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন	ওয়ার্ড:৭৪ থানা: ওয়াটগঞ্জ	দ্য ক্যালকাটা ডায়োসেশন অ্যাসোসিয়েশন	৫, ডি.এচ. রোড (অংশ)	২০৫৪.৭৭১	উত্তর: ৪, ডি.এইচ. রোড দক্ষিণ: ৪, ডি.এইচ. রোড পূর্ব: ৪, ডি.এইচ. রোড পশ্চিম: ডি.এইচ. রোড (মেন রোড)	১১-০৭৪-১১-০০০৪-৬	প্রাইভেট (ট্রাস্ট)	স্থায়ী
৩.	আরভিএনএল/কোল/ মেট্রো/এমএমএন-ইএসপি/এলএ/সার্ভে ম্যাপ	কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন	ওয়ার্ড:৭৪ থানা: ওয়াটগঞ্জ	মেরি কুপার হাউস ওরফে মেরি কুপার হোম	৪/২ ডি.এচ. রোড (অংশ)	২১৯.৪৭৫	উত্তর: ৪, ডি.এইচ. রোড দক্ষিণ: ৭, ডি.এইচ. রোড পূর্ব: ৪, ডি.এইচ. রোড পশ্চিম: ডি.এইচ. রোড (মেন রোড)	১১-০৭৪-১১-০০০৩-৪	প্রাইভেট (ওল্ড এজ হোম)	স্থায়ী
৪.	আরভিএনএল/কোল/ মেট্রো/এমএমএন-ইএসপি/এলএ/সার্ভে ম্যাপ	কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন	ওয়ার্ড:৭৪ থানা: আলিপুর	সিটি প্রপার্টিজ (প্রা.) লিমিটেড	১ ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভিনিউ (অংশ)	১০৫.৩২৬	উত্তর: ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভিনিউ দক্ষিণ: ৭/১, ডি.এইচ. রোড পূর্ব: ৭/১, ডি.এইচ. রোড পশ্চিম: ডি.এইচ. রোড (মেন রোড)	১১-০৭৪-১৮-০০০১-৯	প্রাইভেট	স্থায়ী
৫.	আরভিএনএল/কোল/ মেট্রো/এমএমএন-ইএসপি/এলএ/সার্ভে ম্যাপ	কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন	ওয়ার্ড:৭৪ থানা: আলিপুর	কলকাতা মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট	৭/২, ডি.এচ. রোড (অংশ)	৮২৭.৫৩৯	উত্তর: ৭/১, ডি.এইচ. রোড দক্ষিণ: প্রতিরক্ষা ভূমি পূর্ব: ৭/২, ডি.এইচ. রোডের অবশিষ্ট অংশ পশ্চিম: ডি.এইচ. রোড (মেন রোড)	১১-০৭৪-১১-০০১১-৩	প্রাইভেট (হাসপাতাল)	স্থায়ী
৬.	আরভিএনএল/কোল/ মেট্রো/এমএমএন-ইএসপি/এলএ/সার্ভে ম্যাপ	কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন	ওয়ার্ড:৭৪ থানা: ওয়াটগঞ্জ	গার্ডেন গেস্ট হাউস	৭০/২, ডি.এচ. রোড (অংশ)	৬.৬৫৩	উত্তর: ৭০/৩, ডি.এইচ. রোড দক্ষিণ: ৭০/১ এ, ডি.এইচ. রোড পূর্ব: ডি.এইচ. রোড (মেন রোড) পশ্চিম: ৭০/২, ডি.এইচ. রোডের অবশিষ্ট অংশ	১১-০৭৭-০৪-০০০৯-০	প্রাইভেট (গেস্ট হাউস)	স্থায়ী
৭.	আরভিএনএল/কোল/ মেট্রো/এমএমএন-ইএসপি/এলএ/সার্ভে ম্যাপ	কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন	ওয়ার্ড:৭৪ থানা: ওয়াটগঞ্জ	সেন্ট টেরেজা সেকেন্ডারি স্কুল	৭২, ডি.এচ. রোড (অংশ)	৩১৫.০০০	উত্তর: ৭৩, ডি.এইচ. রোড দক্ষিণ: ডি.এইচ. রোড (লেন) পূর্ব: ডি.এইচ. রোড (মেন রোড) পশ্চিম: ৭২, ডি.এইচ. রোডের অবশিষ্ট অংশ	১১-০৭৭-০৪-০০১৮-১	প্রাইভেট (স্কুল)	স্থায়ী
					মোট এলাকা	৩৬৮৯.০৬৮				

স্বাঃ/-
রুদ্র প্রসাদ রায়
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

দ্রুত • নিরাপদ • স্বচ্ছন্দ • পরিচ্ছন্ন